জিহাদী বৃগেডের বেরাদারেরা ইংল্যান্ডে ‘মেওয়া’ ফলাবেন আর স্পেন খৃষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন!

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ

মার্চ মাসের ৩০ তারিখে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেল যে লন্ডন শহরের আশপাশে খানা-তল্লাসি চালিয়ে বৃটেনের ৭০০ জন পুলিশ ৮ জন বৃটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। বলাবাহুল্য এরা সবাই ইসলামিক বৃগেডের সদস্য। এদের বেশীর ভাগ হচ্ছেন পাকিস্তানী বংশজ। এদের বয়স ১৭ থেকে ৩২ বছর। বৃটিশ সরকার মনে করেন যে এরা সন্ত্রাসবাদী। লন্ডন ও তার আশপাশে বোমাবাজী করায় এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতার জন্য এদের আর বোমাবাজী এ’বারের মত করা সম্ভব হয় নি।

লন্ডন শহরের আশপাশে কয়েকটি জায়গায় ‘কোর্ডন’ করে পুলিশ বোমা বানাবার আসল রসায়নিক পদার্থ - এমোনিয়াম নাইট্রেট একটা গুদাম ঘর হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। পুলিশ ১১০০ পাউন্ড বা অর্ধেক টন এমোনিয়াম নাইট্রেট সেখানে পায়! এই দাহ্য পদার্থ দ্বারা প্রচন্ড শক্তিশালী বোমা বানানো যায়। ইন্দোনেশিয়ায় বালি দ্বীপে ইসলামিস্টরা যে বোমা ফাটিয়েছিল অক্টোবর ২০০২ সনে সেটাতেও এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া গত ১৫ই মার্চে করাচীতে যে বোমা একটি গাড়ীতে পাওয়া গিয়েছিল অক্ষত অবস্থায় সেটাতেও এমোনিয়াম নাইট্রেট ছিল আসল দাহ্য পদার্থ। আমেরিকার ওকলাহোমা সিটিতে যে বোমা ফেডারেল বিলডিং কে ধূলিসাৎ করেছিল সেটাতেও এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করেছিল টিমোথি ম্যাক্‌ভের সহকর্মীরা।

তবে আমাদের মুসলিম ভাইরা যারা জেহাদী বৃগেডের কার্যকলাপ বেহৎ পছন্দ্ করেন তারা হয়তো বলবেন যে আমাদের বৃটিশ বেরাদরেরা এমোনিয়াম নাইট্রেট কিনে এনে রেখেছিল লন্ডনে কলার বা অন্যান্য মেওয়া চাষ করার নিমিত্তে। এখানে বলে রাখা ভাল যে এমোনিয়াম নাইট্রেট একটি তোফা সার। এর নাইট্রোজেন ‘কন্টেন্ট’ বা পরিমাণ অন্যান্য সারের চাইতে সবচেয়ে বেশী। সে’জন্যে এমোনিয়াম নাইট্রেট দিয়ে উৎকৃষ্ট ভাবে কলা বা অন্যান্য ফলের গাছ ফলানো যেতে পারে। আমাদের বাংলাদেশের যে কয়জন জামাতি বেরাদর আজকাল ইন্টারনেটে আসর সরগরম করে রেখেছেন তাদের মধ্যে আছেন মোঃ সাইদুল ইসলাম, ডালিয়া সাত্তার, শাহ্ আবদুল হান্নান, ডঃ ওমর ফারুক, ও অন্যান্যরা। এরা হয়তো এটা বলতে পারেন যে ইংল্যান্ডের জিহাদী বৃগেডের বেরাদরেরা এমোনিয়াম নাইট্রেট এর মত উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার করবেন ‘মেওয়া’ ফলাবার জন্য।

‘‘আমাদের মুজাহেদিনরা অত্যন্ত শান্তি প্রিয়। এরা কেন মরতে যাবে বোম

ফাটাতে?'' এটাই হবে 'ডাহুক', 'সোনার বাংলাদেশ', 'সেতু-বন্ধন' এই জাতীয় ফোরামে যারা মন্তব্য রাখেন তাদের মনের কথা।

স্পেনের মাদ্রিদ শহরে সে'দিন গণভোটের আগে যে ট্রেনে বোমাবাজী করা হলো সেটাও সেখানকার কর্তৃপক্ষ মনে করছেন মুজাহেদিনদের কাজ। তবে চাঞ্চল্যকর খবর হলো যে আল-কায়দা ছাড়াও আরেকটা উত্তর আফ্রিকার মুজাহেদিন গ্রুপের খোঁজ পাওয়া গেছে ইদানীং। এই ভয়ংকরী জিহাদী বৃগেডের নাম হচ্ছে - ''তাক্‌ফিরি'। মরোক্কো ও আলজিরিয়া এই দু'টো দেশ হচ্ছে ''তাক্‌ফিরি'' দের মূল আখড়া। ১৯৭০ সনে ''তাক্‌ফির ওয়াল হিজ্‌রা'' — এই আদর্শ মতে মিশরে এই মুজাহেদিন গ্রুপটা জন্ম নেয়। স্পেনের কোনো কোনো চিন্তাবিদরা মনে করেন যে যেহেতু প্রায় পাচশ' বছর আগে আন্দালুসিয়ায় এবং অন্য জায়গায় খৃষ্টানদের কাছে মুসলমানরা যুদ্ধে হেরে যায়, এবং স্পেন থেকে মুসলিমদের প্রভাব ক্রমেই লোপ পায় সে'জন্য স্পেনের উপর জিহাদী বৃগেডের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। মধ্য প্রাচ্যের অনেক ইমামরা এখনও বলেন — ''লড়কে লেঙ্গে স্পেন'' (আরবী ভাষায় বলে, তবে এখানে আমি উর্দূতে লিখলাম এ'জন্যে যাতে সবাই বুঝতে পারেন)। এই পরিমিত লেখায় আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই — আমাদের আল্‌ট্রা-ইসলামিস্ট ভাইরা সব সময়ই কোনো খবর যেটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেতে পারে তার একটা 'স্পীন' বা ভিন্নধর্মী থিওরী পেশ করেন। সে'জন্য এবার ইংল্যান্ডে প্রাপ্ত ১১০০ পাউন্ড এমোনিয়াম নাইট্রেট এর প্রসঙ্গে এট হয়তো বলবে যে আমাদের জিহাদী বেরাদরেরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মেওয়া ফলাবার জন্য এই সার এনে গুদামজাত করেছিল। আরেকটা খবর দেয়া হলো যা পশ্চিমীদের জন্য মোটেও সুখবর নয়। উত্তর আফ্রিকায় আরেকটা নয়া জিহাদী সংঘটনের খোঁজ পাওয়া গেল। স্পেনের কর্মকর্তারা মনে করেন এই মুজাহেদিন গ্রুপ 'তাক্‌ফির' খুব সম্ভবতঃ মাদ্রিদের ট্রেনে বোমা মেরে সেখানকার গণওভোটের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক কথায় আজকাল জিহাদী বৃগেডের রমরমা অবস্থা।